প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

সিয়াম বিশ্বকোষ

মূল | মুফতী মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী

অনুবাদ | মুফতী ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ১০০০.০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অপারেশন	২৩
অন্যের দেওয়া খাবার দিয়ে ইফতার করা	২৪
অমুসলিমদের খাবার দিয়ে ইফতার করা	২৪
অর্শ (Piles) রোগ	২৫
অশ্রু	২৬
অজ্ঞান হয়ে যাওয়া	২৬
অতিবৃদ্ধ	২৭
অর্ধদিবস	২৭
অর্ধদিবস নির্ধারণের পদ্ধতি	২৮
অসুস্থ	২৮
অসুস্থ ব্যক্তির ফিদিয়া	২৯
'আইয়ামে বীয'-এর রোযা	২৯
আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা	৩১
আধুনিক মাসায়েল	৩১
আরাফা দিনের রোযা	৩৪
আশুরার রোযা	৩৪
ইতেকাফ	৩৫
ইনজেকশন	৩৭
ইফতারের সময়	৩৮
ইফতার করানোর সওয়াব	৩৮
ইফতারের দোয়া	৩৯
ইফতারী কী হওয়া উচিত	৩৯
ইমামকে ফিতরা দেওয়া	৪০
ইস্তেহাযা	৪০
ইস্তেঞ্জা	৪০
ইস্তেঞ্জার পানি শুকানো	৪১
ঈদের দিনে রোযা রাখা	৪১
ঈদের দিন রোযা রাখার মান্নত করা	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের নামায	৪২
ঈদের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় না-করা	৪৩
উত্তম ফিতরা	৪৩
উত্তেজনা	৪৪
উপহাস করা	৪৪
ঔষধ	৪৪
ঔষধ দিয়ে ইফতার করা	৪৫
কখন রোযা ভাঙা জায়েয?	৪৫
কফ	৪৬
কয়লা	৪৭
কাগজ চেটে থুথু গিলে ফেলা	৪৭
কান	৪৭
কাফফারা	৪৯
কাফফারা আদায়ে বিলম্ব করা	৫২
কাফফারা আদায়ে কাউকে দায়িত্বশীল বানানো	৫২
কাফফারা আদায় করা	৫২
কাফফারায় আটা অথবা তার মূল্য দেওয়া	৫২
কাফফারার সবটুকু মূল্য একজন গরীবকে দেওয়া	৫৩
কাফফারার টাকা দিয়ে মাদরাসা-মসজিদ-হাসপাতাল নির্মাণ	৫৩
কাফফারার পরিবর্তে তওবা করা	৫৩
কাফফারার খাবার শিশুদের খাওয়ানো	৫৩
কাযা	৫৪
কাযা রোযার নিয়ত	৫৫
কাশি দেওয়া	৫৫
কুলি করার পর মুখে পানি থেকে যাওয়া	৫৫
কুলি করা	৫৬
ক্রীম লাগানো	৫৬
খাবারের স্বাদ চাখা	৫৬
খালি বাড়ি	৫৭
খিলাল করা	৫৭
গর্ভবতী	৫৮

বিষয় পৃষ্ঠা

গর্ভ পরীক্ষা করানো ৫৮
গরমের তীব্রতায় রোযা ভেঙে ফেলা ৫৯
গড়গড়া করা ৫৯
গীবত ৫৯
গোশত ৬০
গোসল করা ৬০
ঘাম ৬০
চাউল ৬১
চাষাবাদের কাজের কারণে রোযা না-রাখা ৬১
চুম্বন ও আলিঙ্গন ৬১
চুম্বন করা ৬২
চোখ ৬২
চাঁদ দেখা ৬২
ছুটে-যাওয়া রোযার হুকুম ৬৫
জরায়ু ৬৬
জান্নাতকে সাজানো হয় ৬৬
জান্নাত বিক্রয় ৬৭
জোরপূর্বক সহবাস বা ধর্ষণ ৬৭
টি. বি. (যক্ষা) ৬৭
টিকা দেওয়া ৬৮
টুথপেস্ট ৬৮
ঠোঁট চোষা ৬৮
ডায়াবেটিস/বহুমূত্র রোগ ৬৯
ঢেকুরের পরে মুখে পানি আসা ৬৯
তামাক ৬৯
তামাকের পাতা পুড়িয়ে দাঁত মাজা ৬৯
তারাবীহ ৭০
তালিবুল ইলমকে ফিতরা দেওয়া ৭২
তেল ব্যবহার করা ৭২
থুথু ৭২
থুথু গিলে ফেলা ৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা
থুথুতে ঠোঁট ভিজে যাওয়া ৭৩
দাড়ি ৭৩
দিন বড় হওয়ার কারণে রোযার ফিদিয়া দেওয়া ৭৫
দিনে রোযা রাখার বিধান জারি হওয়ার কারণ ৭৬
দিন যেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘতর হয় ৭৬
দিন-রাত অস্বাভাবিক দীর্ঘ যেখানে ৭৮
দুরারোগ্য ব্যাধি ৭৮
দুর্বলতা ৭৮
দুইটি আনন্দ ৭৮
দোয়া ৮০
দোয়া কবুলের সময় ৮১
দাঁত ৮১
দ্রুত ইফতার করা ৮৩
ধোঁয়া ৮৪
ধুলা-বালি ৮৫
নখ ৮৫
নফল রোযা ৮৬
নফল রোযা ভাঙা ৮৬
নফল রোযার নিয়ত ৮৭
নফল রোযা রাখার নিয়ম ৮৭
নবী-বংশের লোকদের সদকায়ে ফিতর দেওয়া ৮৮
নস্য ৮৯
নাক ৮৯
নাক দিয়ে রক্ত পড়া ৯০
নাকের পাতলা সর্দি টেনে নেওয়া ৯০
নাপাক অবস্থায় রোযা রাখা ৯০
নাবালেগ যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় ৯১
নাবালেগ বা পাগলের সঙ্গে সহবাস ৯১
নাবালেগকে ফিতরা দেওয়া ৯১
নাভির নিচের লোম ৯২
নামাযের জামাত বিলম্ব করা ৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারীদের সমকামিতা	৯৩
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র	৯৪
নিয়ত	৯৫
নিয়ত ভাঙার পদ্ধতি	৯৭
নিয়ত করার পর রোযা ভেঙে ফেলা	৯৮
নেকীর মওসুম	৯৮
নেকীর চেক বই	৯৯
নেফাস	৯৯
নেসাবের মালিক না-হলে	১০০
নেশায় অচেতন ব্যক্তি	১০১
পবিত্র হওয়া	১০১
পরীক্ষার কারণে রোযা না-রাখা	১০২
পঞ্জিকা/ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করা	১০২
পাইরিয়া (Pyria)	১০২
পাগলের হুকুম	১০৩
পাগল	১০৩
পান খাওয়া	১০৫
পানি	১০৫
পানের লাল রং বের হওয়া	১০৬
পিপাসার কারণে রোযা ভেঙে ফেলা	১০৭
পিপাসার কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া	১০৭
পিতাকে উপার্জনের অর্থ প্রদানকারীর সদকায়ে ফিতর	১০৮
পুরুষাঙ্গ	১০৮
প্রকাশ্যে পানাহার করা	১০৮
প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া	১০৮
প্রবাসীদের সদকায়ে ফিতর	১০৯
প্রসূতি দুর্বল হওয়া	১০৯
প্রাচীন ইবাদত	১০৯
প্রাণ সংশয়ের পরিস্থিতিতে রোযা ভাঙা	১১০
ফরয গোসল	১১০
ফরয গোসলে বিলম্ব করা	১১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফযীলত	১১১
ফাযায়েলে রমযান	১১১
ফিতরার টাকা বাবদ ঋণ কর্তন করা	১১২
ফিতরা বণ্টনের পদ্ধতি	১১৩
ফিতরার মূল্য	১১৩
ফিদিয়া	১১৪
ফুলের ঘ্রাণ শোঁকা	১১৫
বছরের শ্রেষ্ঠ সময়	১১৫
বমি হওয়া	১১৫
বন্দীদের ফিতরা দেওয়া	১১৬
বাচ্চা	১১৬
বাচ্চাকে চিবিয়ে খাওয়ানো	১১৭
বাজনা বা বাঁশী বাজানো	১১৮
বাধ্য করা	১১৮
বার্ধক্য	১১৯
বালি	১১৯
বালেগ হওয়া	১১৯
বিবাহিতা মেয়ের ফিতরা	১২০
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা	১২১
বিমান সফরে রোযার হুকুম	১২৪
বীর্যপাত	১২৫
বেশি ব্যথার কারণে রোযা ভেঙে দেওয়া	১২৭
বে-নামাযীর রোযা	১২৭
বোগলের পশম	১২৭
ভি. আই. পি. গেট	১২৮
ভিক্স মলম	১২৮
ভুলে আহার করা	১২৮
ভেজা কাপড় পরিধান করা	১২৯
মযী	১৩০
মসজিদে ইফতার ও সাহরী করা	১৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

মলদ্বার সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা ১৩০
মহিলাদের নফল রোযা ১৩১
মাগফিরাত ১৩২
মাছি ১৩২
মাজন ১৩২
মাটি খাওয়া ১৩৩
মান্নত ১৩৩
মান্নত আদায় করা ওয়াজিব ১৩৪
মান্নতের রোযা ভেঙে যাওয়া ১৩৪
মান্নতের শর্তাবলী ১৩৪
মান্নতের রোযা রাখার পদ্ধতি ১৩৫
মান্নতের রোযার নিয়ত ১৩৬
মান্নত করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া ১৩৭
মান্নতে নির্দিষ্ট দিনের শর্তারোপ করা ১৩৭
মাড়ি থেকে রক্ত বের হওয়া ১৩৮
মাড়ির দাঁত তোলা ১৩৯
মিথ্যা ১৩৯
মুসাফির ১৩৯
মুসাফির ব্যক্তির ইন্তেকাল ১৪০
মুসাফির যদি রোযা রেখে ভেঙে ফেলে ১৪০
মুসাফিরের ফিদিয়া দেওয়া ১৪০
মুয়াজ্জিন আগে ইফতার করবে, না কি আযান দেবে ১৪০
মুকিম ব্যক্তি রোযার নিয়ত করার পর সফর করা ১৪০
মেসওয়াক ১৪১
মোচ ছাঁটা ১৪২
মৃত্যু পথযাত্রীর রোযা ভেঙে দেওয়া ১৪৩
যাকাত ও সদকাতুল ফিতরের নেসাবের পার্থক্য ১৪৩
যাকাতের অর্থ দিয়ে ইফতারী করানো ১৪৪
যুদ্ধ-জিহাদ ১৪৪
রক্ত ১৪৪
রমযানের মর্যাদা সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১৪৫

বিষয় পৃষ্ঠা
রমযানের বরকত........১৪৬
রমযান মাসকে নির্বাচন করা........১৪৬
রমযানুল মোবারকের জন্য সুন্নাত দোয়া........১৪৮
রমযানের প্রথম দিন........১৪৯
রমযান মাসে রোযা ফরয হওয়ার কারণ........১৪৯
রমযানে নবীজীর (সা.) আমল........১৪৯
রমযানের রোযা না-রাখলেও সদকায়ে ফিতর দিতে হবে........১৫০
রঙিন সূতা মুখে নিয়ে কাটা........১৫০
রুমাল........১৫১
রোযা ছেড়ে দেওয়া........১৫১
রোযা ভাঙা........১৫১
রোযা হলো ঢালস্বরূপ........১৫২
রোযা রাখার কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া........১৫৩
রোযা রাখাতে অক্ষম হওয়া........১৫৩
রোযা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সফর করা........১৫৩
রোযা ফরয........১৫৪
রোযা নষ্ট হয় না........১৫৪
রোযা ফরয হওয়ার হেকমত........১৫৫
রোযা মাকরূহ হয় যে কারণে........১৫৭
রোযার উদ্দেশ্য........১৫৯
রোযা বিলম্ব করা যেতে পারে........১৬১
রোযার মুস্তাহাবসমূহ........১৬১
লজ্জাস্থানে বা মলদ্বারে আঙ্গুল প্রবেশ করানো........১৬২
লজ্জাস্থান সংক্রান্ত মাসআলা........১৬৩
লবণ........১৬৬
লালা গিলে নেওয়া........১৬৬
লিপস্টিক লাগানো........১৬৬
শবে কদর........১৬৬
শবে বরাত........১৬৭
শাওয়ালের ছয় রোযা........১৬৮
শাওয়ালের ছয় রোযায় কাযা রোযার নিয়ত করা........১৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
শাফায়াত	১৬৯
শীতকালে রোযা কাযা করা	১৭০
শোয়া	১৭০
শৌচকর্ম	১৭০
শ্বাসকষ্ট	১৭০
সওয়াব বৃদ্ধি	১৭১
সদকায়ে ফিতর	১৭১
সদকায়ে ফিতর কারা পাবে	১৭৩
সদকায়ে ফিতর যারা দেবে	১৭৩
সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়	১৭৪
সদকায়ে ফিতর কী দিয়ে আদায় করতে হয়	১৭৪
সদকায়ে ফিতর আদায়ের সময়	১৭৫
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ	১৭৫
সদকায়ে ফিতর অন্য কেউ আদায় করে দিলে	১৭৭
সফরে রোযা	১৭৭
সফরের কারণে রোযা বেশি হয়ে যাওয়া	১৭৯
সফরের কারণে রোযা কম হওয়া	১৮০
সন্তানের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা	১৮০
সমকামিতা	১৮১
সহবাস	১৮১
সর্দিরোগে নাকে ঔষধ টানা	১৮৪
সাইরেন ব্যবহার	১৮৫
সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৮৫
সারা বছর রোযা রাখার মান্নত করা	১৮৫
সাহরী	১৮৬
সাহরীর জন্য সাইরেন বাজানো এবং মাইকে ঘোষণা দেওয়া	১৮৮
সাহরী ছাড়া রোযা রাখা	১৮৮
সাহরী খাওয়ার পর স্ত্রী সহবাস করা	১৮৯
সাহরীর পর কুলি করা	১৮৯
সাহরীর সুন্নাত সময়	১৮৯
সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর সাহরী করা	১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিগারেট	১৯০
সিগারেট দিয়ে ইফতার করা	১৯০
সুবহে সাদিকের পর রোযা পরিপন্থী কোনো কাজ করা	১৯০
সুবর্ণ সুযোগ	১৯১
সুগন্ধি শোঁকা	১৯২
সুরমা লাগানো	১৯২
সুস্থ হওয়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার করা	১৯২
সুস্থ হওয়ার আগেই মারা যাওয়া	১৯২
সূর্যাস্তের আগে আযান হওয়ায় ইফতার করা	১৯৩
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা	১৯৩
স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কাযা রোযা রাখা	১৯৩
স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর	১৯৩
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের যৌনাঙ্গ মিলানো	১৯৪
স্তন্যদানকারীনির জন্য বিশেষ সুবিধা	১৯৪
স্তন্যদানের কারণে রোযা নষ্ট হয় না	১৯৫
স্বপ্নদোষ	১৯৫
হতভাগা	১৯৬
হযরত জিবরাইল আ.-এর বদদোয়া	১৯৭
হস্তমৈথুন	১৯৭
হাই তোলা	১৯৮
হালাল রিযিক দিয়ে সাহরী ও ইফতার করা	১৯৮
হায়েয-হওয়া নারীর রমযানে পানাহার করা	১৯৯
হায়েয বা ঋতুস্রাব	১৯৯
হুক্কা	২০৫
হোটেল খোলা	২০৬
ক্ষত	২০৬
ক্ষতি	২০৭
ক্ষুধার কারণে রোযা ভেঙে ফেলা	২০৭

তারাবীহ বিশ্বকোষ

মুফতী মুহাম্মাদ ইনআমুল হক কাসেমী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা ২৩৫

অ

অন্য মসজিদে যাওয়া.....২৪৫
অন্ধের ইমামতী ২৪৫
অবৈধ পন্থায় ব্যবসাকারীর ইমামতী.....২৪৬
অযীফা পাঠের কারণে বিতরের জামাত ছেড়ে দেওয়া ২৪৬
অযু ছাড়া সিজদায়ে তেলাওয়াত করা ২৪৬

আ

আট রাকাত তারাবীহ পড়া ও পড়ানোর হুকুম.....২৪৭
আট রাকাত তারাবীহতে কুরআন খতমের হুকুম ২৪৭
"الم تر كيف" দ্বারা তারাবীহ পড়া কবে থেকে শুরু হলো ২৪৭
الله اكبر কে الله اكبار বলার বিধান.....২৪৭
আয়াতে সিজদার প্রতিধ্বনি শুনলে ২৪৮

ই

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.কে প্রশ্ন ২৪৮
ইমাম নিজের জন্য দু'আয় নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করবে না..... ২৪৮
ইমাম বসে তারাবীহ পড়ালে.....২৪৯
ইমাম শুধু ফরয পড়াবে হাফেয তারাবীহ ও বিতর পড়াবে.....২৪৯
ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেলে.....২৪৯
ইমামের পেছনে তাশাহহুদ পড়া শেষ না হলে ২৫০
ইমামের রুকূর অপেক্ষায় বসে থাকা ২৫০

এ

একই আয়াত বারবার পড়া.....২৫১
একই ব্যক্তি দুই স্থানে তারাবীহ পড়ানো.....২৫১
একই মসজিদের দুই পাশে তারাবীহ পড়া ২৫১
একাকী তারাবীহ পড়লে কী পরিমাণ আওয়াজে পড়বে.....২৫২
এক রাকাতই পড়া হয়েছে.....২৫২

বিষয় পৃষ্ঠা
একাধিক ভুলে সাহু সিজদা একটিই যথেষ্ট.....২৫২
এদিক সেদিক থেকে পড়া.....২৫৩
এশা একাকী পড়ে জামাতে শামিল হলে.....২৫৩
এশা ও তারাবীহর ইমাম ভিন্ন ভিন্ন হলে.....২৫৩
এশার জামাত হয় নাই.....২৫৪
এশার জামাতের পর আগত ব্যক্তি কী করবে.....২৫৪
এশার নামায অযু ছাড়া পড়লে.....২৫৪
এশার নামায পড়ে জামাতে শামিল হলে.....২৫৫
এশার নামাযের এক রাকাত পেলে.....২৫৬
এশার ফরয নামায সহীহ হয় নাই.....২৫৬
এশার ফরয পড়ার আগে তারাবীহর ইমামতী করা.....২৫৬
এশার শেষ দুই রাকাতে ইমাম সশব্দে কেরাত পড়লে.....২৫৭

ও

ওস্তাদ একই আয়াতে সিজদা কয়েক বাচ্চাকে পড়ালে.....২৫৭
ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব করা.....২৫৭

ক

কনুই পর্যন্ত হাত কর্তিত ব্যক্তির ইমামতী.....২৫৮
কয়েকজন হাফেয মিলে তারাবীহ পড়ানো.....২৫৮
কানার ইমামতী.....২৫৮
কাযা নামাযে কেরাত কীভাবে পড়বে.....২৫৮
কারো বিশেষ বিবেচনায় পুনরায় কুরআন পড়া.....২৫৯
কিয়ামে রমযান ও সালাতুল লাইল.....২৫৯
কুরআন খতমের পর দু'আ করা.....২৫৯
কুরআন খতমের সময় তরাবীহতে বিভিন্ন আয়াত পড়া.....২৬০
কুরআন খতমের রাতে হাফেয সাহেবকে মালা পরানো.....২৬০
কুরআনের শব্দ নয় এমন শব্দ কোনো সূরার শেষে পড়া.....২৬১
কুরআন শরীফ এক রাতে খতম করা.....২৬১
কুরআন শরীফের উপর সিজদা করা.....২৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

কুরআন শরীফ দেখে-দেখে লুকমা দেওয়া.....২৬২
কুরআন শরীফ দেখে-দেখে শ্রবণ করা.....২৬২
قل هو الله তিনবার পড়া.....২৬৩
কেরাত কী পরিমাণ আওয়াজে পড়বে.....২৬৩
কেরাতে ভুল পড়লে ২৬৪
কেরাতের ইমামদের অনুসরণ তেলাওয়াতে, নামাযে নয়.....২৬৫
কেরাতের পরিমাণ ২৬৬

খ

খতম একাধিক পড়া ২৬৬
খতম কত দিনে করবে ২৬৬
খতম করা ২৬৭
খতম করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ.....২৬৭
খতম কয়েক জায়গায় করা ২৬৮
খতমের দিন مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়া.....২৬৮
খতমের পর অন্য আয়াত পড়া.....২৬৯
খাট বা পালঙ্কের উপর সিজদা করা ২৭০
খানা খাওয়ানো তারাবীহর হাফেয সাহেবকে ২৭০

গ

গায়র মুকাল্লিদের ইমামতী..... ২৭০

ঘ

ঘরে তারাবীহর জামাত করা..... ২৭০
ঘড়ি দেখা.....২৭১
ঘুমন্ত অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে.....২৭১
ঘুমের চাপ প্রবল হলে কী করবে.....২৭১

চ

চার রাকাত তারাবীহর পর পঠিত কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা.....২৭১
চার রাকাত পর দু'আ করা.....২৭২
চৌদ্দ সিজদা একসাথে করা.....২৭২

বিষয় পৃষ্ঠা

ছ

سامع কে হাফেযের বরাবর দাঁড় করানো.......................২৭৩
سامع ছাড়া তারাবীহতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা ২৭৩
سامع তথা পারদর্শী শ্রোতা সামনের কাতারে দাঁড়াতে পারবে.......................২৭৩
سامع লুকমা দেওয়া পর্যন্ত হাফেযের চুপ থাকা.......................২৭৪
ছুটে যাওয়া আয়াতগুলো পরের দিন পড়া ২৭৪
ছুটে যাওয়া আয়াতগুলোকে পুনরায় পড়া.......................২৭৪
ছুটে যাওয়া তারাবীহ কখন পড়বে.......................২৭৫
ছুটে যাওয়া রাকাত আদায়ের সময় ইমাম থেকে সিজদার আয়াত শুনলে....২৭৫
سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ আস্তে পড়বে ২৭৫
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ কখন পড়বে ২৭৬
ছেলের পেছনে তারাবীহ পড়া ২৭৬

জ

জামাত বিলম্ব করানো ২৭৬

ট

টেপরেকর্ডের মাধ্যমে সিজদার আয়াত শুনলে.......................২৭৭

ত

তাকবীরগুলো কীভাবে বলা উচিত.......................২৭৭
তাকবীর ছাড়া দু'আয়ে কুনূত পড়া.......................২৭৮
তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে মুক্তাদীর ভুল.......................২৭৮
তারাবীর রাকাত সংখ্যা গণনা করা.......................২৭৮
তারাবীর শুরুর দিকে কুরআন বেশি পড়া.......................২৭৯
তারবীহা তথা বিরতি ও বিশ্রাম.......................২৭৯
তারবীহা পরিমাণ বসা.......................২৭৯
তারবীহার দু'আ প্রমাণিত ২৭৯
তারবীহার মাঝে কী পরিমাণ সময় বসা চাই ২৮০
তারবীহার মাঝে দু'আর পর উচ্চ আওয়াজে দুরূদ পড়া.......................২৮০
তারবীহার মাঝে হাত তুলে দু'আ করা.......................২৮১

বিষয় পৃষ্ঠা

তারাবীহ ২৮১
তারাবীহ এক সালামে কত রাকাত পড়া জায়েয.....২৮২
তারাবীহ এশার অনুগামী.....২৮২
তারাবীহ কোন দিন থেকে শুরু এবং কোন দিন শেষ ২৮২
তারাবীহ কোন মসজিদে পড়া উত্তম.....২৮২
তারাবীহ ঘরে পড়া..... ২৮৩
তারাবীহ ছেড়ে দেওয়া..... ২৮৩
তারাবীহ জামাতের সাথে পড়া..... ২৮৪
তারাবীহে ইমামতীর হকদার কে? ২৮৫
তারাবীহে কুরআন খতম করে বিনিময় নেওয়া ২৮৫
তারাবীহে কুরআন খতম করা.....২৮৬
তারাবীহে কুরআন শোনানো মাঝখানে ছেড়ে দিলে.....২৮৬
তারাবীহে কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব সকলেই পাবে ২৮৬
তারাবীহে বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া ২৮৬
তারাবীহে নফলের নিয়তে শরীক হওয়া..... ২৮৭
তারাবীহে হাফেয সাহেবের কুরআন শোনানো ২৮৮
তারাবীহ দুই বার পড়ানো..... ২৮৮
তারাবীহ দুই-দুই রাকাত করেই পড়বে ২৮৯
তারাবীহ দুই রাকাত ছুটে গেলে ২৮৯
তারাবীহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত.....২৮৯
তারাবীহ পড়ানো অবস্থায় হাফেয সাহেব ইন্তেকাল করলে.....২৮৯
তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণের হুকুম.....২৮৯
তারাবীহ পড়ানো ইমামের দায়িত্ব নয়.....২৯০
তারাবীহ পড়ানোর জন্য স্বতন্ত্র ইমাম নিয়োগ দেওয়া.....২৯১
তারাবীহ পড়ে দিনে রোযা না রাখলে ২৯১
তারাবীহ পুরো রমযানে পড়া সুন্নাত.....২৯১
তারাবীহ ফাসেদ হয়ে গেলে ২৯২
তারাবীহ বর্জনকারীর বিধান.....২৯২
তারাবীহ বিশ রাকাতই সুন্নাত.....২৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তারাবীহ মনে করে বিতরে ইক্তেদা করা	২৯৪
তাসবীহে মাসনূনার পর الصلاة والسلام عليك يارسول الله পড়া	২৯৪
তারাবীহের কাযা	২৯৪
তারাবীহে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদে পড়া	২৯৫
তারাবীহ রোযার অনুগামী নয়	২৯৫
তারাবীহ সবার জন্যই সুন্নাত	২৯৫
তারাবীহের চার রাকাত পর ওয়াজ করা	২৯৬
তারাবীহের ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো প্রথমে পড়বে না বিতর	২৯৬
তারাবীহের জামাত শুরু হয়ে গেলে	২৯৬
তারাবীহের জন্য হাফেয নিয়োগ দেওয়া	২৯৭
তারাবীহের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করলে	২৯৭
তারাবীহের দু'আ ছেড়ে দেওয়া	২৯৮
তারাবীহের দুই জামাত করা	২৯৮
তারাবীহের নামাযের ওয়াক্ত	২৯৮
তারাবীহের নামাযে বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়লে	২৯৯
তারাবীহের পূর্বে প্রথাগত সালাম পড়া	২৯৯
তারাবীহের পর দু'আ করা	৩০০
তারাবীহের মধ্যে কুরআন শরীফ দেখে পড়া	৩০০
তারাবীহের মধ্যে ভুলে যাওয়ার পর চুপ করে চিন্তা করা	৩০০
তারাবীহের রাকাত সংখ্যা এবং গায়রে মুকাল্লিদ	৩০০
তারাবীহের সময় পেছনে বসে কথা বলা	৩০২
তারাবীহের হাদিয়া গ্রহণ করা	৩০৩
তাশাহহুদ না পড়ে কুরআন ইয়াদ করা	৩০৩
তাহাজ্জুদের জামাত	৩০৩
তাহাজ্জুদে চার ব্যক্তি ইক্তেদা করলে	৩০৪
তাহাজ্জুদে দুইয়ের অধিক মুক্তাদী শরীক হলে মাকরূহ কার উপর বর্তাবে	৩০৪
তিন রাকাত পড়ে ফেললে	৩০৫
তিন রাকাত পড়ে সাহু সিজদা করে নিলে	৩০৫
তিন রাকাতে সালাম ফেরানোর পর আরো এক রাকাত পড়লে	৩০৫

বিষয় | পৃষ্ঠা

১৩ বছরের বালকের ইমামতী ৩০৬
তৃতীয় রাকাতে ভুলে বসে গেলে ৩০৬
তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে ৩০৬
তেইশতম রাতে সূরা আনকাবূত ও সূরা রূম পড়া ৩০৭
তোতা পাখির মুখ থেকে সিজদার আয়াত শুনলে ৩০৭

দ

দশ-দশ রাকাত করে দুই মসজিদে পড়ানো ৩০৭
ضاد কীভাবে আদায় করবে ৩০৮
দাড়ি এক মুষ্টির কম হলে ৩০৮
দাড়ি গজায়নি যার ৩০৮
দাড়ি মুণ্ডনকারীর ইমামতী ৩০৯
দ্বিতীয় জামাত করা ৩০৯
দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদের পর দাঁড়িয়ে পুনরায় বসা ৩০৯
দ্বিতীয় রাকাতে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে ৩১০
দু'আ আস্তে করবে না জোরে ৩১১
দু'আ পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে করা ৩১১
দু'আ নামাযের অংশ নয় ৩১১
দু'আর পদ্ধতি ৩১২
দু'আর পরে 'আমীন' বলা ৩১২
দু'আ শেষে চেহারায় হাত মোছা ৩১৩
দু'আর সময় দৃষ্টি কোথায় রাখবে ৩১৩
দু'আয়ে কুনূত দ্বিতীয় রাকাতে পড়লে ৩১৩
দু'আয়ে কুনূত না পড়ে ইমাম রুকূতে গেলে ৩১৩
দু'আয়ে কুনূত না পড়ে ইমাম রুকূতে গেলে মুক্তাদী কী করবে ৩১৪
দু'আয়ে কুনূত ভুলবশত ছুটে যাওয়ার চার অবস্থা ৩১৫
দু'আয়ে কুনূত সূরা ফাতেহার পর পড়লে ৩১৫
দু'আয়ে কুনূত না পড়ে রুকূতে গেলে ৩১৬
দু'আয়ে কুনূত মুক্তাদীদের অসমাপ্ত থাকলে ....

বিষয় ....পৃষ্ঠা

দু‘আয়ে কুনূত মুক্তাদীদের অসমাপ্ত থাকলে..৩১৬
দু‘আয়ে কুনূতে ‘ملحق’ শব্দের ‘ح’ কে যবর না যের দিয়ে পড়বে..........৩১৭
দু‘আয়ে কুনূত মুখস্থ থাকাবস্থায় অন্য দু‘আ পড়া..................................৩১৭
দু‘আয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকলে কী পড়বে ৩১৭
দু‘আয়ে কুনূত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত...৩১৮
দুইজন হাফেয মিলে তারাবীহ পড়ানো ৩১৮
দুই ব্যক্তি একই সিজদার আয়াত পড়লে...৩১৮
দুই রাকাতে সালাম ফেরালে..৩১৮
দুই রাকাতে বৈঠক না করে চার রাকাত পড়ে ফেললে.............................৩১৯
দুই হাফেয একই মসজিদে তারাবীহ পড়ানো ৩১৯
দোকানে তারাবীহ পড়া..৩২০
ضالين কে دالين পড়া...৩২০
দ্রুত তেলাওয়াত করা ৩২১

ন

নফল বসে পড়েছেন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য.....................................৩২১
নফল সর্বদাই পড়বে না কখনো ছেড়ে দেবে ৩২২
নফল শুরু করলে ওয়াজিব হয়ে যায় ৩২২
নফলের ওয়াক্ত ৩২৩
নফলের জামাত এবং আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ ৩২৩
নফলের জামাতের সওয়াব..৩২৫
নাবালক سامع প্রথম কাতারে দাঁড়ানো...৩২৫
নাবালক বাচ্চাকে সামে’ (শ্রবণকারী) বানানো...৩২৫
নাবালক হাফেযের পেছনে ইক্তেদা করা ৩২৬
নামায শেষ করে পুনরায় সিজদার আয়াত পড়লে..৩২৬
নামাযের পাবন্দ না হলে ৩২৬
নামাযের বাইরের সিজদার আয়াতের সিজদা নামাযে আদায় করবে না......৩২৭
নামাযের ভেতরের সিজদার আয়াতের হুকুম...৩২৭
নামাযের ভেতরের সিজদার আয়াতের সিজদা নামাযের বাইরে করা ৩২৭

বিষয় পৃষ্ঠা
নিয়ত সম্পর্কিত মাসাইল ৩২৮
নেফাস অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলে ৩২৮

প

পঞ্চম রাকাতে শামিল হলে ৩২৯
পতিতার ছেলের ইমামতী ৩২৯
পনেরো বছরের কম বয়সের বাচ্চার ইমামতী ৩২৯
পাগলের মুখ থেকে সিজদার আয়াত শোনলে ৩৩০
পাঁচ রাকাত পড়ার হুকুম ৩৩০
প্রথম বৈঠক ভুলবশত ছুটে গেলে ৩৩০
প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পড়লে ৩৩১
প্রথম রাকাতে কত সময় বসলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় ৩৩১
প্রথম রাকাতে কুনূত পড়লে ৩৩২
প্রথম রাকাতে বসার পর দাঁড়িয়ে গেলে ৩৩২

ফ

ফরয এক ইমামের পেছনে বিতর অন্য ইমামের পেছনে পড়লে ৩৩২
ফরয পড়ার স্থান থেকে সরে নফল পড়া ৩৩২
ফরযের জামাত পায়নি, বিতর জামাতে পড়তে পারবে কি ৩৩২
ফ্যাশনপ্রিয় হাফেযের ইমামতী ৩৩৩

ব

বসে নামায পড়লে দৃষ্টি কোন স্থানে রাখবে ৩৩৩
বাচ্চার পেছনে তারাবীহ পড়া ৩৩৪
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উচ্চ আওয়াজে পড়া ৩৩৪
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কুরআন খতমে পড়া ৩৩৫
بسم الله তাসবীহের জায়গায় পড়ে ফেললে ৩৩৬
بِسْمِ اللّٰهِ সম্পর্কে ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব ৩৩৬
بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ইখলাসের সাথে পড়া ৩৩৬
বিতর আগে পড়বে না তারাবীহ ৩৩৭
বিতর আদায়ের পদ্ধতি ৩৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

বিতর এশার সাথে পড়ে তাহাজ্জুদ পড়া জায়েয..............................৩৩৮
বিতর নামায ওয়াজিব ৩৩৮
বিতর নামায রমযানে জামাতে আদায় করা উত্তম..............................৩৩৯
বিতর নামায সুন্নাতের নিয়তে পড়ে ফেললে..............................৩৩৯
বিতর নামাযে কোন কোন সূরা পড়া সুন্নাত..............................৩৩৯
বিতর নামাযে প্রথম বৈঠক ভুলে গেলে..............................৩৪০
বিতর নামাযের প্রমাণ ৩৪০
বিতর পড়ার পর জানা গেল তারাবীহর দুই রাকাত পুনরায় পড়তে হবে.... ৩৪০
বিতরকে ওয়াজিব বলা যাবে কি না ৩৪১
বিতর নামাযের ইমামতী..............................৩৪১
বিতর নামাযের জামাত রমযানের পর ৩৪১
বিতর নামাযের তৃতীয় রাকাতে শরীক হলে ৩৪১
বিতর নামাযের নিয়ত ৩৪২
বিতর নামাযের পর দু'আ করা ৩৪২
বিতরের তৃতীয় রাকাতে তাকবীর বলে দু'আয়ে কুনূত পড়তে ভুলে গেলে.. ৩৪২
বিতরের দুই জামাতের হুকুম..............................৩৪৩
বিতরের দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হলে..............................৩৪৩
বিতরের দ্বিতীয় না তৃতীয় রাকাত সন্দেহ হলে ৩৪৩
বিতরের পর দুই রাকাত নফল পড়া প্রমাণিত ৩৪৩
বিতরের পর سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলার বিধান ৩৪৩
বিতরের পর নফল পড়া জায়েয ৩৪৪
বিতরের পর নফলের প্রমাণ..............................৩৪৪
বিতরের পর নফল বসে পড়ার কারণ..............................৩৪৫
বিতরের পর নফল বসে পড়বে না দাঁড়িয়ে ৩৪৬
বিতরে রুকূর আগে রফয়ে ইয়াদাইন ও দু'আয়ে কুনূত পড়া ৩৪৭
বিধানগত মজলিস পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত..............................৩৪৭
বিনিময় ছাড়া তারাবীহ পড়ানেওয়ালা না পাওয়া গেলে..............................৩৪৮
বিশেষ ব্যক্তির জন্য ইমামের অপেক্ষা করা..............................৩৪৮
বিশ রাকাত তারাবীহর প্রমাণ..............................৩৪৯

বিষয় পৃষ্ঠা
বিশ রাকাত তারাবীহ মেনে নিয়ে কম-বেশি পড়া ৩৪৯
বিশ রাকাত পূর্ণ হয়েছে মনে করে বিতরের নিয়ত বাঁধলে ৩৪৯

ম

মজলিস প্রকৃত ও বাস্তবিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ৩৫০
মসজিদের ছাদে তারাবীহ পড়া ৩৫০
মসজিদ সাজানো ৩৫১
মহল্লার মসজিদের হক ৩৫২
মহিলা হাফেযাদের তারাবীহর জামাত করার হুকুম ৩৫২
মহিলাদের জন্য ঘরে পুরুষের সাথে জামাতে তারাবীহ পড়া ৩৫২
মহিলাদের জামাতে শরীক হওয়া ৩৫৩
মহিলাদের তারাবীহর জামাত ৩৫৩
মহিলারা মসজিদে গিয়ে তারাবীহর জামাতে শরীক হওয়া ৩৫৩
ماكان محمد এর পর দুরূদ শরীফ পড়া ৩৫৪
মা'যুর হাফেযের ইমামতী ৩৫৪
মা'যুর ব্যক্তি বসে নফল পড়লেও পূর্ণ সওয়াব পাবে ৩৫৫
মাসবুক ইমামের সাথে সালাম ফেরালে ৩৫৫
মাসবুকের বাকী রাকাতে ভুল হলে ৩৫৫
মিষ্টি বিতরণ করা ৩৫৬
মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদায়ে তেলাওয়াত না করতে পারলে ৩৫৬
মুক্তাদী দুর্বল হলে ৩৫৬
মুক্তাদী সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে ৩৫৭
মুতাশাবিহ তথা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতে ভুল হলে ৩৫৭
মেশিন বা যন্ত্রের মাধ্যমে সিজদার আয়াত শুনলে ৩৫৭

র

রমযানে কেউ তারাবীহ না পড়লে বিতর কীভাবে পড়বে ৩৫৮
রমযানে তাহাজ্জুদের জামাত ৩৫৮
রাকাত সংখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিলে ৩৫৮
রাতের বেশির ভাগ সময় তারাবীহতে অতিবাহিত করা ৩৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
রুকূর অপেক্ষা করা	৩৫৯
রুকূর তাসবীহ সিজদায় পড়া	৩৫৯
রুকূর পরে যদি কুনূত পড়ে তাহলে	৩৬০
রুকূতে সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ত করা	৩৬০
রুকূ সিজদার মধ্যে কুরআন ইয়াদ করা	৩৬১
রুমের এক কোণে সিজদার আয়াত পড়ে অন্য কোণে গিয়ে ওই আয়াতই পড়লে	৩৬২
রেডিও-টিভিতে সিজদার আয়াত শুনলে	৩৬২
ল	
লিখিত কোনো কিছু পড়া	৩৬৩
লুকমা গ্রহণ না করা	৩৬৩
লুকমা কে দেবে	৩৬৩
লুকমা দেওয়া	৩৬৪
লুকমা দেওয়া বিনা প্রয়োজনে	৩৬৪
লুকমা দেওয়ার নিয়তে তারাবীহতে শরীক হওয়া	৩৬৫
লুকমা ভুল দিয়ে পেরেশান করা	৩৬৫
লেখার উপর দৃষ্টি পড়লে	৩৬৬
লেখা পড়ে ফেললে	৩৬৬
শ	
শবীনা জায়েয কি না	৩৬৬
শবীনা জায়েয হওয়ার শর্ত	৩৬৭
শবীনা জায়েয হওয়ার পদ্ধতি	৩৬৮
শবীনা তথা এক রাতে কুরআন খতম করা	৩৬৮
শবীনা তিন শর্তে জায়েয	৩৬৯
শবীনা নফল জামাতে করা	৩৬৯
শিয়া হাফেযের লুকমা দেওয়া	৩৬৯
শ্রোতার কুরআন শ্রবণের বিনিময় গ্রহণ করা	৩৭০
শ্রবণকারী ছোট হলে	৩৭০
ষ	
ষোল বছরের বালক তারাবীহ পড়াতে পারবে কি না	৩৭১

বিষয় পৃষ্ঠা

স

সশব্দের কেরাত নিঃশব্দে পড়লে ৩৭১
সাতাশতম রাতে খতম করা ৩৭১
সানা না পড়েই কেরাত শুরু করা ৩৭১
সালাম ফেরানোর সময় سلام عليكم বলা ৩৭২
সালামে চেহারা কতটুকু ঘুরাবে ৩৭২
সালামের পর দু'আ ছাড়াই মুক্তাদী যেতে পারবে ৩৭২
সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি ৩৭৩
সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সকল নামায বরাবর ৩৭৩
সাহু সিজদা করার সময় উভয় দিকে সালাম ফেরালে ৩৭৪
সাহু সিজদা করার পদ্ধতি ৩৭৪
সাহু সিজদা করেছে কিন্তু সালামের সময় মুখ ফেরায়নি ৩৭৪
সাহু সিজদাতে এক সিজদা করলে ৩৭৪
সি ডি-এর মাধ্যমে সিজদার আয়াত শোনলে ৩৭৫
সিজদা একটি করলে ৩৭৫
সিজদা থেকে উঠে রুকূতে চলে গেলে ৩৭৫
সিজদার একই আয়াত নামাযে বারবার পড়লে ৩৭৬
সিজদার একাধিক আয়াত একই স্থানে বসে পড়লে ৩৭৬
সিজদার আয়াত অন্য নামাযে পুনরায় পড়লে ৩৭৬
সিজদার আয়াত একই মসলিসে বারবার পড়লে ৩৭৬
সিজদার আয়াত একই মসলিসে বারবার শুনলে ৩৭৭
সিজদার আয়াত এক স্থানে দুইবার পড়া ৩৭৭
সিজদার আয়াত এ সব নামাযে পড়বে না ৩৭৮
সিজদার আয়াত ওয়াজে শোনলে ৩৭৮
সিজদার আয়াত কম্পিউটার থেকে শুনলে ৩৭৮
সিজদার আয়াত কারো থেকে শুনলে ৩৭৮
সিজদার আয়াত ক্যাসেট থেকে শুনলে ৩৭৯
সিজদার আয়াত ঘরের অন্য কোণে পুনরায় পড়া ৩৭৯
সিজদার আয়াতের কিছু অংশ পড়লে ৩৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিজদার আয়াত ঘুমন্ত অবস্থায় পড়লে	৩৭৯
সিজদার আয়াত ছেড়ে দেওয়া	৩৭৯
সিজদার আয়াত তেলাওয়াতকারীই সিজদা করবে	৩৮০
সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের ফায়দা	৩৮০
সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে কয় সিজদা করবে?	৩৮০
সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের নিয়ত ছাড়া পড়লে	৩৮০
সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের সময় আস্তে পড়া	৩৮১
সিজদার আয়াত নামাযরত অবস্থায় অন্য থেকে শোনলে	৩৮১
সিজদার আয়াত পড়া	৩৮১
সিজদার আয়াত পড়ার পর একই স্থানে নামাযে পুনরায় পড়া	৩৮১
সিজদার আয়াত পড়ে কতটুকু সময়ের ভেতর সিজদা করা উচিত	৩৮২
সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা না-করলে	৩৮২
সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করেনি নামাযও শেষ হয়ে গেছে	৩৮২
সিজদার আয়াত পাখির কণ্ঠে শুনলে	৩৮৩
সিজদার আয়াত বসে পড়ার পর দাঁড়িয়ে পুনরায় পড়লে	৩৮৩
সিজদার আয়াত বাচ্চার মুখে শুনলে	৩৮৩
সিজদার আয়াত বানান করে পড়া	৩৮৩
সিজদার আয়াত বারবার পড়লে	৩৮৪
সিজদার আয়াত ভুলে গেলে	৩৮৪
সিজদার আয়াত মনে-মনে পড়লে	৩৮৪
সিজদার আয়াত মসজিদে বারবার পড়লে	৩৮৪
সিজদার আয়াত লাউডস্পিকারে শুনলে	৩৮৪
সিজদার আয়াত শোনলে সিজদা ওয়াজিব হয়	৩৮৫
সিজদার আয়াত সূরার শেষে হলে	৩৮৫
সিজদার আয়াত শুনে রুকূতে চলে গেলে	৩৮৬
সিজদার আয়াত শ্রবণকারী সিজদা না করলে	৩৮৬
সিজদার আয়াত শ্রবণকারীদের স্থান পরিবর্তন হলে	৩৮৭
সিজদার আয়াতের স্থান	৩৮৭
সিজদার আয়াত লিখলে সিজদা ওয়াজিব হয় না	৩৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা

সিজদায়ে তেলাওয়াত অযু ছাড়া করলে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করে নামায দোহরালে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ের পর সামনের আয়াত স্মরণ না হলে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ের পর নামায দোহরালে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ের পদ্ধতি.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ের পূর্বেই ইন্তেকাল হয়ে গেলে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াতগুলো হলো– .....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত পড়েছে কিন্তু সিজদা করেনি.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত একটির পরিবর্তে দু'টি করলে .....
সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার কারণ.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ইচ্ছা শর্ত নয়.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত কখন ওয়াজিব হয়.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত কতক্ষণ পর পর্যন্ত আদায় করতে পারবে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত করে নামায পূর্ণ করার পর পরবর্তী নামাযে উক্ত আয়াতে সিজদা পুনরায় পড়লে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত করতে ভুলে গেলে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত কার উপর ওয়াজিব.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত কাদের উপর ওয়াজিব হয় .....
সিজদায়ে তেলাওয়াত যা আদায় করা হয়নি.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত যে সব কারণে ফাসেদ হয়ে যায় .....
সিজদায়ে তেলাওয়াত যে সব কারণে ওয়াজিব হয় না.....
সিজদায়ে তেলাওয়াত শোনে মুসল্লীদের কেউ সিজদায় কেউ রুকূতে গেলে.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতকে নামাযের সিজদায় আদায় করা.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতে উভয় দিকে সালাম ফেরানো.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের ঘোষণা করা.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের তাসবীহ .....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ত.....
সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়তে আয়াত নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়.....

বিষয় পৃষ্ঠা
সিজদায়ে তেলাওয়াতের পর পুনরায় ওই আয়াতই পড়লে ৪০১
সিজদায়ে তেলাওয়াতের পর পুনরায় সূরা ফাতেহা পড়লে ৪০১
সিজদায়ে তেলাওয়াতের প্রমাণ ৪০২
সিজদায়ে তেলাওয়াতের ফযীলত ৪০২
সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম ৪০২
সিজদায়ে তেলাওয়াতে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই ৪০৩
সিজদায়ে তেলাওয়াতে হাত উঠিয়ে নিয়ত বাঁধা হয় না ৪০৩
সেহরির সময় তারাবীহ পড়া ৪০৩
সুদের লেনদেনকারীর ইমামতী ৪০৩
সুন্নাত আগে পড়বে না তারাবীহ ৪০৪
সুন্নাত ও নফল কোথায় পড়বে ৪০৪
সুন্নাত ও নফলের পর দু'আ ৪০৫
সুন্নাত ও নফলের হাকীকত ৪০৫
সূর্যোদয়ের সময় সিজদায়ে তেলাওয়াত করা ৪০৬
সূরা অর্ধেক পড়ে অর্ধেক ছেড়ে দিলে ৪০৭
সূরা তারাবীহ পড়া ৪০৭
সূরা তারাবীহর আরেকটি সূরত ৪০৭
সূরা ফাতেহা দুইবার পড়া ৪০৮
সূরা নির্দিষ্ট করা ৪০৮
সূরা শুরু করে তা ছেড়ে অন্য সূরা পড়া ৪০৯
সূরা ص-এর মধ্যে সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত নির্ধারণ ৪০৯
সূরা হজ্জ-এর শেষ সিজদার বিধান ৪০৯

হ

হাত বাঁধার পদ্ধতি ৪১০
হাদিয়া হিসাবে তারাবীহর বিনিময় দেওয়া ৪১০
হায়েয অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলে ৪১১
হাফেযকে ঘাবড়িয়ে দেওয়া ৪১১
হাফেয সাহেবের যাতায়াত ভাড়া ৪১১
হরফের সঠিক উচ্চারণে সক্ষম না হলে ৪১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

❒ অন্য মসজিদে যাওয়া

১. মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব যদি কুরআন ভুল পড়ে, আর অন্য মসজিদের হাফেয ইমাম ভালো পড়ে এবং তার কণ্ঠও সুন্দর, নামাযও শান্ত-শিষ্টভাবে আদায় করে, তাহলে এমতাবস্থায় নিজের মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে তারাবীহ পড়তে যাওয়া কোনো অসুবিধা নেই।[৩১]

২. যদি মহল্লার মসজিদে তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম না হয়, তাহলে অন্য মসজিদে যেখানে কুরআন খতম হয়, সেখানে গিয়ে তারাবীহ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।[৩২]

কেননা, তারাবীহর নামাযে কুরআন মাজীদ খতম করা সুন্নাত। আর এটা অন্য মসজিদে গিয়েই আদায় হবে। নিজ মহল্লায় আদায় হবে না।

❒ অন্ধের ইমামতী

অন্ধ হাফেয যদি পাক-পবিত্রতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রেখে সেভাবে চলতে না পারেন, তবে তার ইমামতী মাকরূহে তানযিহী হবে। আর যে অন্ধ সতর্কতার সাথে পাক-পবিত্রতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রেখে চলেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন, তার ইমামতী কোনোরূপ কারাহাত ছাড়াই জায়েয হবে। এ জন্য ইমাম অথবা হাফেয সাহেব যদি অন্ধ হয়, কিন্তু অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাকে ফরয, তারাবীহ এবং বিতর নামায পড়ানোর জন্য ইমাম বানানো জায়েয।[৩৩]

---

৩১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬, কাযীখান আলা হামিশিল হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৯, হালবী কাবীর : পৃষ্ঠা-৪০৭-৪০৮

৩২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯, হালবী কাবীর : পৃষ্ঠা-৪০৭

৩৩. ফাতাওয়া রাহীমিয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮২, আদ-দুররুল মুখতার মাআ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৬০

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে গমন করার প্রাক্কালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি. কে (যিনি অন্ধ ছিলেন), মসজিদে নববীতে নামায পড়ানোর জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। তদ্রূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর রাযি. অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক যুগে বনু খাতমার ইমাম ছিলেন।[৩৪]

❒ অবৈধ পন্থায় ব্যবসাকারীর ইমামতী

যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় ব্যবসা করে, সে নামাযের ইমামতীর যোগ্য নয়। তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি যদি উপস্থিত না থাকে, যে ইমামতী করার যোগ্যতা রাখে, তাহলে একাকী নামায পড়ার পরিবর্তে উক্ত ইমামের পেছনেই পড়ে নেবে। কেননা, জামাতের অনেক বড় ফযীলত ও তাগীদ রয়েছে।[৩৫]

❒ অযীফা পাঠের কারণে বিতরের জামাত ছেড়ে দেওয়া

কোনো ব্যক্তি যদি এশার সুন্নাত ও বিতরের মাঝে কোনো বিশেষ অযীফা পাঠে অভ্যস্ত হয়, আর রমযানুল মুবারকে যেহেতু বিতর নামায জামাতে পড়া হয়, তাই তার অযীফা পাঠের পদ্ধতি হবে, প্রথমে বিশ রাকাত তারাবীহ এবং বিতর জামাতের সাথে আদায় করবে। তারপর অযীফা পড়বে অথবা অন্য কোনো সময় অযীফা পড়বে। যদি অন্য কোনো সময় অযীফা পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে অযীফা পাঠ ছেড়ে দেবে এবং তারাবীহ ও বিতর জামাতের সাথেই পড়বে। কেননা, এটা হলো সুন্নাত। আর বিশেষ অযীফা পাঠ সুন্নাত নয়।

❒ অযু ছাড়া সিজদায়ে তেলাওয়াত করা

সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে অযু ছাড়া সিজদা করা জায়েয নেই।[৩৬]

---

৩৪. মিশকাতুল মাসাবীহ : পৃষ্ঠা-১০০, আস সুনানুল কুবরা-বায়হাকী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৮, সুনানে আবী দাউদ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮, আল মু'জামুল আওসাত-তাবরানী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৭, হাদীস নং : ২৭২৩

৩৫. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৯-৫৬২, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৩৪৯, আন নাহরুল ফায়েক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২-২৪৪

৩৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৯, মারাকিল ফালাহ মা'আ হাশিয়া তাহতাবী : পৃষ্ঠা-৪৭৯, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৬

আ

❒ আট রাকাত তারাবীহ পড়া ও পড়ানোর হুকুম

বিশ রাকাত তারাবীহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। খোলাফায়ে রাশেদীন রাযি. পাবন্দীর সাথে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। এর উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ রাকাতের কম পড়া সুন্নাত নয়। আর বিশ রাকাত তারাবীহ অস্বীকারকারী নিজে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্টকারী।[৩৭]

❒ আট রাকাত তারাবীহতে কুরআন খতমের হুকুম

আট রাকাত তারাবীহতে কুরআন মাজীদ খতম করার দ্বারা কুরআন মাজীদ খতম করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ার সুন্নাত আদায় হবে না।[৩৮]

❒ "الم تر كيف" দ্বারা তারাবীহ পড়া কবে থেকে শুরু হলো

সাহাবায়ে কেরামগণের যামানায় "الم تر كيف" দ্বারা তারাবীহ পড়ার রেওয়াজ ছিল না। মুতাআখখিরীন যখন দেখলেন যে, তারাবীহর নামাযে পূর্ণ কুরআন খতম করার সুরতে নামাযীরা অলসতা করে, মসজিদে আসে না, মসজিদগুলো লোক শূন্য ও অনাবাদ হয়ে যাচ্ছে, তখন "الم تر كيف" কিংবা অন্যান্য সূরা দ্বারা তারাবীহ পড়া শুরু করেন।[৩৯]

❒ الله اكبار কে الله اكبر বলার বিধান

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় الله اكبر কে الله اكبار বলা ভুল। الله اكبار বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। الله اكبار দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করাই সহীহ হবে না।[৪০]

---

৩৭. আল-দুররুল মুখতার মাআ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৪, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬

৩৮. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬

৩৯. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯, আল-দুররুল মুখতার মাআ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৯

৪০. হালবী কাবীর : পৃষ্ঠা-২৫৯, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৩

❒ আয়াতে সিজদার প্রতিধ্বনি শুনলে

কেউ সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করল, আর অন্য ব্যক্তি সিজদার আয়াতের তেলাওয়াত নিজে শুনেনি, কিন্তু এর প্রতিধ্বনি পাহাড়, দেওয়াল বা গম্বুজে টক্কর খেয়ে তার কানে এসে পৌছেছে, এ প্রতিধ্বনি শোনার কারণে তেলাওয়াতের সিজদা তার উপর ওয়াজিব হবে না।[৪১]

ই

❒ ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.কে প্রশ্ন

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.কে হযরত উমর রাযি.-এর তারাবীহর আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, জবাবে তিনি বললেন, তারাবীহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, যা হযরত উমর রাযি.-এর মনগড়া সৃষ্ট কোনো বিষয় নয়, আর তিনি কোনো বেদআতও আবিষ্কার করেননি। কেননা, তারাবীহর কোনো প্রমাণ তাঁর নিকট আসার আগে তিনি এর উপর আমল সংক্রান্ত ফরমানও জারী করেননি।[৪২]

❒ ইমাম নিজের জন্য দু'আয় নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করবে না

ইমাম সাহেব সরবে দু'আ করলে দু'আর মধ্যে নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ ব্যবহার করবে না, বরং এমন শব্দে দু'আ করবে যাতে সমস্ত মুক্তাদী এ দু'আয় শামিল হয়ে যায়। কেননা, নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেবের উপর যে সব ফায়দা পৌছে, মুক্তাদীদের নিকটও তা আপনা-আপনিই পৌছে যায়। কারণ, ইমাম হলো মুক্তাদীদের প্রতিনিধি। হাদীস শরীফে দু'আর মধ্যে একক যে সমস্ত শব্দ এসেছে, তা সম্মিলিত দু'আর অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে ইমাম সাহেব যদি নিঃশব্দে দু'আ করে, তাহলে ইমাম নিজের জন্য নির্দিষ্ট ও বিশেষ শব্দে দু'আ করার অনুমতি আছে। কেননা, মুক্তাদীও নিজের জন্য দু'আয় লিপ্ত রয়েছে। এভাবে মৌলিক দু'আয় ইমাম মুক্তাদী সকলেই শরীক হয়ে যাবে।[৪৩]

---

৪১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩২, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৯, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৬, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৮

৪২. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৬, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৪১১

৪৩. আয্ যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াস সলাত ওয়াস সালাম আলান নাবিয়্যি : পৃষ্ঠা-১৬৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৪

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করা ৪৩৯
অযু করার নীতিমালা ৪৩৯
অযু করার হুকুম ৪৪০
অযু করে পানি শুকানো ৪৪০
অযুখানার মাচা বা খুঁটিতে টুপি রাখা ৪৪০
অযুখানায় বসে সাবান ব্যবহার করা ৪৪০
অযুখানায় গিয়ে ঘড়ি খোলা ৪৪০
অযুর জন্য বের হওয়া ৪৪১
অযু থাকা সত্ত্বেও অযু করা ৪৪৩
অন্য মসজিদে জুমা আদায়ের পর অবস্থান করা ৪৪৩
অসুস্থ বা রোগীর এতেকাফ ৪৪৩
অসুস্থ হয়ে পড়লে ৪৪৪

আ

আওয়াবীনের নামায ৪৪৪
আগুন নেভানোর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ৪৪৫
আফসোস ৪৪৫
আরশের ছায়ায় থাকবে মু'তাকিফ ৪৪৬
আসর জমিয়ে গল্প করা ৪৪৬

ই

ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে দিলে ৪৪৭
ইশরাকের নামায ৪৪৭
ইদ্দত পালনের সময় এতেকাফ করা ৪৪৮
ইস্তেসনা বা পৃথক করা বা বাদ দেওয়া ৪৪৮
ইহুদির এতেকাফ ৪৪৮

ঈ

ঈদগাহে এতেকাফ করা ৪৪৯

বিষয় পৃষ্ঠা

উ

উম্মুল মুমিনীনগণের এতেকাফের প্রতি আগ্রহ ৪৪৯

এ

এক দিনের এতেকাফের ফযীলত ৪৪৯
এক মাসের এতেকাফ ৪৫০
একুশ তারিখের রাতে এতেকাফে বসার হুকুম ৪৫১
এতেকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয আসলে ৪৫১
এতেকাফ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ৪৫১
এতেকাফ করার খেয়াল কার অন্তরে উদয় হয় ৪৫২
এতেকাফ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ৪৫২
এতেকাফ প্রত্যেক মসজিদেই হতে পারে ৪৫২
এতেকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ ৪৫৩
এতেকাফ ভেঙ্গে গেলে কাযা করার বিধান ৪৫৬
এতেকাফ সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম ৪৫৭
এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত ৪৫৮
এতেকাফ হলো রমযানের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধানের জন্য ৪৫৯
এতেকাফে চুপচাপ বসে থাকা ৪৫৯
এতেকাফে নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ৪৫৯
এতেকাফে বসার আগে জানা আবশ্যক কোন এতেকাফ করবে ৪৬০
এতেকাফের অর্থ ৪৬০
এতেকাফের আদব ৪৬০
এতেকাফের উদ্দেশ্য ৪৬১
এতেকাফের কাযা কখন আবশ্যক হয় ৪৬২
এতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা জরুরী নয় ৪৬৩
এতেকাফের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা ৪৬৩
এতেকাফের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয় ৪৬৩
এতেকাফের জন্য মসজিদ জরুরী ৪৬৩
এতেকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান ৪৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
এতেকাফের রুকন	৪৬৫
এতেকাফের রূহ বা আত্মা	৪৬৫
এতেকাফের ফায়দা	৪৬৫
এতেকাফের ফিদিয়া দেওয়া	৪৬৬
এতেকাফের মাকরূহসমূহ	৪৬৭
এতেকাফের মুস্তাহাবসমূহ	৪৬৮
এতেকাফের শর্ত	৪৭০
এতেকাফের সওয়াব	৪৭০
এতেকাফের সিলসিলা	৪৭৩
এতেকাফের স্থান থেকে বের হওয়া	৪৭৩
এতেকাফের হাকীকত	৪৭৪
এতেকাফের হেকমত	৪৭৬
এতেকাফের স্থান	৪৭৮
ও	
ওযরের কারণে বের হলে এতেকাফ ভেঙ্গে যাবে	৪৭৯
ওযরের কারণে এতেকাফ না করা	৪৭৯
ওয়াজিব এতেকাফ	৪৭৯
ওয়াজিব এতেকাফের হুকুম	৪৮০
ওয়াজিব এতেকাফের জন্য রোযা শর্ত	৪৮১
ওয়াজিব গোসল ব্যতীত অন্য গোসলের হুকুম	৪৮১
ওষুধ আনার জন্য বাইরে যাওয়া	৪৮১
ক	
কবরস্থানে এতেকাফ করা	৪৮২
কবরস্থানের পাশের মসজিদে এতেকাফ করা	৪৮২
কবরের পাশে অবস্থান করা	৪৮২
কাজের জন্য বের হওয়া	৪৮২
কাদিয়ানীর এতেকাফের হুকুম	৪৮৩
কাপড় ধৌত করা	৪৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা
কাপড় শুকানো ৪৮৪
কাপড় সেলাই করা ৪৮৪
কাযা ওয়াজিব না হওয়ার পদ্ধতি ৪৮৪
কাযা নামায পড়ার জন্য অযু করতে যাওয়া ৪৮৫
কুরআনে এতেকাফের উল্লেখ ৪৮৫
কোনো এক বছর এতেকাফ না করতে পারলে ৪৮৫

গ

গরম থেকে বাঁচার জন্য বাইরে যাওয়া ৪৮৬
গরমের কারণে গোসলের জন্য বের হওয়া ৪৮৬
গায়রুল্লাহর জন্য এতেকাফ করা ৪৮৬
গোসলের জন্য বের হওয়া ৪৮৭
গোসলের পর বাইরে দাঁড়িয়ে চুল শুকানো ৪৮৮

ঘ

ঘরের খোঁজ-খবর নেওয়া ৪৮৮

চ

চলার গতির পরিমাণ ৪৮৯
চাদর দ্বারা এতেকাফের স্থান বেষ্টন করার উপকারিতা ৪৮৯
চাদরের প্রতি গুরুত্বারোপ করার কারণ ৪৯০
চাশতের নামায ৪৯০
চুরি করা ৪৯১
চুপচাপ বসে থাকা ৪৯১
চুল কাটার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ৪৯২
চুল কাটানো ৪৯২
চুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ৪৯৩

জ

জানাযা উপস্থিত হলে ৪৯৪
জানাযা প্রস্তুত ছিল ৪৯৪
জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানের হুকুম ৪৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
জানাযার নামাযের জন্য বের হওয়া	৪৯৪
জামাতের জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া	৪৯৬
জুতা খোলার স্থানের হুকুম	৪৯৬
জুমার নামাযের জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া	৪৯৬
জুমার গোসলের জন্য বের হওয়া	৪৯৮
ঝ	
ঝগড়া-বিবাদ করা	৪৯৮
ড	
ডাক্তারের নিকট যাওয়া	৪৯৮
ত	
তারাবীহ পড়ানোর জন্য যাওয়া	৪৯৯
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা	৪৯৯
তাহিয়্যাতুল অযু নামায	৪৯৯
তাহিয়্যাতুল মসজিদ	৫০০
থ	
থুথু, নাক সাফ করা, হাত ধোয়া	৫০২
দ	
দশ দিনের কম এতেকাফ করা	৫০৩
দশ দিনের কম নিয়তে এতেকাফ করা	৫০৩
দুনিয়াবী কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া	৫০৩
ন	
নফল এতেকাফ	৫০৪
নফল এতেকাফ ভেঙ্গে দিলে কাযা করা ওয়াজিব নয়	৫০৫
নদীতীরের মসজিদের হুকুম	৫০৫
নাপিত ব্যক্তি যদি এতেকাফে বসে	৫০৫
নাবালকের এতেকাফ করা	৫০৬
নিচে দোকানবিশিষ্ট মসজিদের হুকুম	৫০৬
নির্দিষ্ট বা বিশেষ ইবাদত	৫০৭

বিষয় পৃষ্ঠা

প

পতনোন্মুখ লোককে বাঁচানোর জন্য বের হওয়া ৫০৭
পর্দার ব্যবস্থা করা.....৫০৭
পাগলের এতেকাফ ৫০৮
পান খাওয়া..... ৫০৮
পানি আনতে যাওয়া..... ৫০৮
পানি গরম করা ৫০৮
পানি সংগ্রহ করতে দেরী হয়ে গেলে ৫০৯
পানি শেষ হয়ে গেলে.....৫০৯
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এতেকাফ করানো ৫০৯
পাঞ্জেগানায় এতেকাফ করা ৫১০
পুরো মাস এতেকাফ করা.....৫১০
প্রতি মুহূর্ত ইবাদতে গণ্য হয় ৫১০
প্রত্যেক মহল্লায় এতেকাফ করা সুন্নত.....৫১১
প্রথম দশদিন এতেকাফ করা ৫১১

ফ

ফরয গোসলের জন্য বের হওয়া.....৫১১
ফিদিয়ার পরিমাণ.....৫১২
ফেরেশতারা সঙ্গী হয়.....৫১৩

ব

বাইরে যাওয়া তিন প্রকার.....৫১৩
বাচ্চাদেরকে পড়ানো ৫১৪
বাথরুমে দেরী করা.....৫১৫
বাথরুমে যাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ৫১৫
বাথরুমের সামনে অপেক্ষা করা ৫১৮
বায়ু ত্যাগের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ৫১৮
বিনিময় নিয়ে কিতাব লেখা ৫১৮
বিরান মসজিদে এতেকাফ করা.....৫১৯
বিশ তারিখের রাতের পর এতেকাফে বসা ৫১৯

বিষয় পৃষ্ঠা
বিশ দিনের এতেকাফ.....৫১৯
বিশেষ কিছু আমল.....৫১৯
বিড়ি-সিগারেট পান করা.....৫২০
বেতন আনার জন্য বাইরে যাওয়া.....৫২১
ব্যবসা সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া.....৫২১
ব্যবসার জন্য মালামাল ক্রয় করা.....৫২২
ব্যবসায়িক মালামাল মসজিদে বিক্রি করা.....৫২২

ভ

ভুলে দিনে পানাহার করলে.....৫২২

ম

মসজিদ.....৫২২
মসজিদ কয়েক তলা বিশিষ্ট হলে.....৫২৪
মসজিদ থেকে বাইরে আসা.....৫২৪
মসজিদ থেকে বের হওয়া.....৫২৬
মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হলে এতেকাফ কোথায় করবে.....৫২৬
মসজিদ শহীদ হয়ে গেলে.....৫২৬
মসজিদে অন্তর্ভুক্ত জবরদখল অংশের হুকুম.....৫২৬
মসজিদে একসাথে জমায়েত হওয়া.....৫২৭
মসজিদে এতেকাফ সুন্নত হওয়ার কারণ.....৫২৭
মসজিদে পানাহার করা.....৫২৮
মসজিদে পায়চারি করা.....৫২৯
মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে হয় না.....৫২৯
মসজিদে বসার প্রতি উৎসাহ ও প্রেরণা দান.....৫২৯
মসজিদে হৈচৈ করা.....৫৩০
মসজিদের আঙ্গিনা.....৫৩০
মসজিদের চাদর ব্যবহার করা.....৫৩১
মসজিদের চার দেওয়ালের বিধান.....৫৩১
মসজিদের ছাদের হুকুম.....৫৩২
মহিলাদের জন্য এতেকাফের খাস কামরা.....৫৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিলাদের জন্যও এতেকাফ করা সুন্নত	৫৩৩
মসজিদের দরজার হুকুম	৫৩৪
মসজিদের দেওয়ালের হুকুম	৫৩৪
মসজিদের পাশের কামরা বা ঘরের হুকুম	৫৩৪
মসজিদের বাইরে মু'তাকিফের সঙ্গে কথা বলা	৫৩৫
মসজিদের বারান্দার বিধান	৫৩৫
মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা	৫৩৬
মসজিদের ভেতরে পায়চারি করা	৫৩৬
মসজিদের মিনারার হুকুম	৫৩৬
মসজিদের সিঁড়ির বিধান	৫৩৬
মসজিদের সীমানা	৫৩৭
মসজিদের সীমার বাইরের জায়গা	৫৩৭
মহল্লার মসজিদে এতেকাফ করা	৫৩৭
মহিলা এতেকাফ করতে পারবে	৫৩৮
মহিলার এতেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন	৫৩৮
মহিলাদের এতেকাফের স্থান	৫৩৯
মহিলাদের মসজিদে এতেকাফ করা	৫৪০
মাজন ব্যবহার করা	৫৪০
মাজারে এতেকাফ করা	৫৪১
মানতের এতেকাফ আদায় করার আগেই মৃত্যু হলে	৫৪১
মানতের এতেকাফের পদ্ধতি	৫৪১
মানতের এতেকাফের তফসিল	৫৪২
মানতের এতেকাফের কাযা	৫৪৪
মানতের রোযা ফাসেদ হয়ে গেলে	৫৪৫
মামলার তারিখে মসজিদ থেকে বের হওয়া	৫৪৫
মু'তাকিফ আযান দেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া	৫৪৫
মু'তাকিফ ইস্তেনজার জন্য বের হলে গোসল করতে পারবে কি?	৫৪৬
মু'তাকিফ ডাক্তার রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া	৫৪৭
মু'তাকিফ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে	৫৪৭
মু'তাকিফ বিনিময় নিয়ে কোনো কাজ করা	৫৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা

মু'তাকিফ বেহুঁশ বা পাগল হয়ে গেলে ৫৪৯
মু'তাকিফ স্বামীর নিকট স্ত্রী আসতে পারবে.....৫৪৯
মু'তাকিফ স্থানান্তর হওয়া ৫৫০
মু'তাকিফকে কেউ রাস্তায় আটকে দিলে..... ৫৫০
মু'তাকিফকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হলে..... ৫৫০
মু'তাকিফের জন্য অনুমতি আছে ৫৫১
মু'তাকিফের জন্য উত্তম বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা..... ৫৫৩
মু'তাকিফের জন্য একটি মূলনীতি ৫৫৩
মু'তাকিফের জন্য যেসব কাজ করা বৈধ ৫৫৩
মু'তাকিফের জন্য মসজিদের সীমানা জানা আবশ্যক ৫৫৫
মু'তাকিফের জন্য সংক্ষিপ্ত আমলসূচি..... ৫৫৬
মু'তাকিফের জন্য হারাম ৫৫৮
মু'তাকিফের নিকট মহিলাদের আসা-যাওয়া..... ৫৫৯
মু'তাকিফের মূল উদ্দেশ্য ৫৫৯
মু'তাকিফের সংবাদপত্র পড়া..... ৫৬০
মু'তাকিফের স্বপ্নদোষ হলে..... ৫৬০
মু'তাকিফের উদাহরণ.....৫৬২
মু'তাকিফের সাথে ইফতার করা.....৫৬২
মুস্তাহাব এতেকাফ ৫৬৩
মুস্তাহাব গোসল ৫৬৩
মুস্তাহাযা মহিলার এতেকাফ.....৫৬৪
মুযাজ্জিনের কামরা.....৫৬৪
মেজাজ বদলে গেছে.....৫৬৪
মেহরাবের হুকুম..... ৫৬৫
মোচ কাটা ৫৬৬
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য বের হওয়া ৫৬৬

য

যেসব কারণে এতেকাফ ভেঙ্গে দেওয়া জায়েয ৫৬৬
যেসব জায়গায় যাওয়া জায়েয নেই ৫৬৭
যিকির করার জন্য অযু করতে যাওয়া ৫৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা
যৌন প্রেরণা উদ্দীপক কার্যাবলীতে লিপ্ত হওয়া ৫৬৮

র

রাতের এতেকাফের মানত করা ৫৬৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম এতেকাফ.....৫৬৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতেকাফ ৫৭০
রাসূল সা.-এর সম্মানিত স্ত্রীগণের এতেকাফ ৫৭১
রুমাল রেখে জায়গা দখলে রাখা ৫৭১
রোগী দেখতে যাওয়া.....৫৭১
রোগীর শুশ্রূষা ও ভালোমন্দ খোঁজখবর নেওয়া.....৫৭২
রোযা এবং এতেকাফের মধ্যে পার্থক্য ৫৭৩
রোযা রাখার ক্ষমতা নেই; সুন্নত এতেকাফ হবে কি? ৫৭৪

শ

শরয়ী মসজিদ ৫৭৪
শরীর দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তির এতেকাফ.....৫৭৪
শরীর নাপাক হয়ে গেলে ৫৭৫
শীতলতার জন্য গোসল করা.....৫৭৫
শীয়াদের এতেকাফ করা ৫৭৬
শেষ দশকে এতেকাফ করা ৫৭৬
শেষ দশকে নবী সা. সর্বদা এতেকাফ করতেন.....৫৭৭
শেষ দশকের এতেকাফ ফাসেদ হয়ে গেলে ৫৭৭
শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে ইবাদত করা চাই..... ৫৭৮

স

সংজ্ঞাহীন বা অচেতন হয়ে গেলে এতেকাফের হুকুম ৫৭৮
সালাতুত তাসবীহ..... ৫৭৮
সালাতুল হাজত.....৫৮২
সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া ৫৮৪
সম্মিলিত এতেকাফ.....৫৮৪
সম্মিলিত এতেকাফের প্রমাণ..... ৫৮৫

বিষয় পৃষ্ঠা

সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ের জন্য অযু করতে যাওয়া..... ৫৮৬
সুন্নত এতেকাফ..... ৫৮৬
সুন্নত এতেকাফ কখন থেকে কখন পর্যন্ত..... ৫৮৭
সুন্নত এতেকাফ কাযা করার নিয়ম..... ৫৮৮
সুন্নত এতেকাফ ভেঙ্গে গেলে..... ৫৮৯
সুন্নত এতেকাফের কাযা..... ৫৮৯
সুন্নত এতেকাফের জন্য রোযা শর্ত..... ৫৮৯
সুন্নত এতেকাফের জিম্মাদারী..... ৫৯০
সুন্নত এতেকাফের নিয়ত..... ৫৯০
সুন্নতে মুআক্কাদার সংজ্ঞা..... ৫৯০
সূর্য ঢলার সময়ের হুকুম..... ৫৯১
স্ত্রী, মু'তাকিফ স্বামীর খেদমত করা..... ৫৯১
স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে এতেকাফ করবে..... ৫৯১
স্ত্রীকে তালাক দেওয়া..... ৫৯২
স্ত্রীর দ্বারা কোনো কাজ করানো..... ৫৯৩
স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ..... ৫৯৩
স্ত্রী সহবাস করলে..... ৫৯৩
স্থান পরিবর্তন করা..... ৫৯৪
স্বাধীন হওয়া..... ৫৯৪

হ

হলরুমে এতেকাফ করা..... ৫৯৪
হাউযের হুকুম..... ৫৯৪
হাজতে শারইয়্যা..... ৫৯৫
হাজতে জরুরিয়্যা..... ৫৯৭
হাজতে তবইয়্যা..... ৫৯৮
হাত ধোয়ার জন্য বের হওয়া..... ৫৯৯
হায়েয এসে গেলে..... ৬০০
হিজড়া ব্যক্তির এতেকাফ..... ৬০০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অ

❒ অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করা

মু'তাকিফের জন্য মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিস নেওয়া, খাওয়া বা পান করা জায়েয নেই।[৩]

বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস নেওয়া বা পানাহার করা অনেক বড় গুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। যদি নিতেই হয়, তাহলে অনুমতি নিয়ে নেবে। অবশ্য এতে এতেকাফ ফাসেদ হবে না।[৪]

❒ অযু করার নীতিমালা

যে সব ইবাদতের জন্য অযু করা জরুরী, এর জন্য মসজিদের বাইরে অযুখানায় গিয়ে অযু করতে পারবে। যেমন– ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাযের অযুর জন্য, এমনিভাবে কুরআন তেলাওয়াতের জন্যও মু'তাকিফ মসজিদের বাইরে অযুখানায় গিয়ে অযু করতে পারবে। অযু থাকা সত্ত্বেও অযু করা মুস্তাহাব। জরুরী নয়, এ জন্য অযু থাকার পরও মসজিদের বাইরে অযুখানায় গিয়ে অযু করলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফের হালতে পেশাব-পায়খানা ছাড়া অন্য কোনো কাজে ঘরে তাশরীফ আনতেন না।

আবূ দাউদ শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফের অবস্থায় শুধু মানবীয় প্রয়োজন পেশাব-পায়খানা ছাড়া ঘরে তাশরীফ নিতেন না।[৫]

---

৩. কানযুল উম্মাল : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯২, হাদীস : ৩৯৭, দারাকুতনী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬, হাদীস : ৯২, মুসনাদে আহমদ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৮, হাদীস : ২০৭২২, আল মাবসূত-সারাখসী : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৩

৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৩, ফাতাওয়া খানিয়া আলা হামিশিল হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪, খোলাসাতুল ফাতাওয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৯

৫. বুখারী শরীফ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭২, সহীহ ইবনে খুজাইমা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৮, হাদীস-২২৩০

❒ অযু করার হুকুম

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, কুরআন তেলাওয়াত, সিজদায়ে তেলাওয়াত, কাযা নামায আদায়ের জন্য যখন ইচ্ছা মু'তাকিফের অযুর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয। কেননা, এ সব ইবাদতের জন্য অযু করা অপরিহার্য শর্ত।

অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে অযু শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব, যেমন– অযু থাকাবস্থায় অযু করা কিংবা আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে অযু করার জন্য মসজিদের বাইরে যাবে না। আর বাইরে যাওয়া দ্বারা মসজিদের অযুখানা উদ্দেশ্য।[৬]

❒ অযু করে পানি শুকানো

অযু করার পর অযুখানায় দাঁড়িয়ে রুমাল দ্বারা অযুর পানি শুকালে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।[৭]

❒ অযুখানার মাচা বা খুঁটিতে টুপি রাখা

অযুখানায় গিয়ে অযু করার আগেই টুপি বা রুমাল অযুখানার মাচায় বা খুঁটিতে রাখলে এতেকাফ ফাসেদ হবে না।[৮]

❒ অযুখানায় বসে সাবান ব্যবহার করা

অযুখানায় বসে সাবান দ্বারা হাত-মুখ ধুইলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।[৯]

❒ অযুখানায় গিয়ে ঘড়ি খোলা

অযু করার আগে অযুখানায় হাতঘড়ি খুলে পকেটে রেখে অযু করলে অথবা অযুখানায় উঠে হাতঘড়ি খুলে পকেটে রাখলে এতেকাফ ফাসেদ হবে না।[১০]

---

৬. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৪, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০২

৭. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১, আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১৭-৫১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৫

৮. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১, আল মাবসূত-সারাখসী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩০, আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১৭-৫১৮

৯. মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা-১৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

১০. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১, হেদায়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৭, আল মাবসূত-সারাখসী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩০

❒ অযুর জন্য বের হওয়া

১. মু'তাকিফের জন্য যদি মসজিদের ভেতরে অযু করার এমন কোনো জায়গার ব্যবস্থা থাকে, যাতে অযু করার সময় পানি মসজিদের বাইরে গিয়ে পড়ে। যেমন– মু'তাকিফ মসজিদের সীমার ভেতরে বসবে, আর পানি মসজিদের বাইরে গিয়ে পড়বে অথবা নদীতে পড়বে। অথবা এমন বড় কোনো টব বা পাত্রের ব্যবস্থা থাকে, যাতে অযুর পানি পড়বে। আর অযু করার পর পানি বাইরে ফেলে দেওয়া যাবে। এমতাবস্থায় মু'তাকিফ অযুর জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। এমন ব্যবস্থা না থাকলে মসজিদের বাইরে গিয়ে অযু করা জায়েয আছে। চাই ফরয নামাযের জন্য হোক অথবা নফল বা তেলাওয়াতের জন্য হোক, সবগুলোর একই হুকুম।

২. যদি মসজিদের সাথে মিলিত কোনো নালা থাকে অথবা মসজিদের বাইরে গিয়ে পানি পড়ার ব্যবস্থা থাকে, যেমন– মসজিদের সীমার ভেতরে বেসিন লাগানো আছে। পানি পাইপের মাধ্যমে মসজিদের বাইরে গিয়ে পড়ে, তাহলে এমনভাবে অযু করবে, যাতে মসজিদে পানি না পড়ে। বরং পাইপের মাধ্যমে মসজিদের বাইরে গিয়ে পড়ে, এমন হলে জায়েয আছে। স্মরণ রাখতে হবে, মসজিদে পানি ফেলানো জায়েয নেই।[১১]

মু'তাকিফ নয় এমন ব্যক্তির জন্য কোনো অবস্থাতেই মসজিদের ভেতর অযু করার অনুমতি নেই।[১২]

৩. ফরয নামায ব্যতীত সুন্নত এবং নফল, যেমন– ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির জন্য অযুখানায় গিয়ে অযু করতে পারবে। কেননা, নামাযের জন্য অযু করা শরয়ী প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।[১৩]

৪. মসজিদে পানি নেই। হয়তো পানির ব্যবস্থা নেই অথবা পানি শেষ হয়ে গেছে। অপর দিকে অযু করার প্রয়োজন। পানি এনে দেওয়ারও কেউ

---

১১. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৩, ফাতাওয়া খানিয়া আলা হামিশিল হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৬

১২. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৩, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৩৮৪, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি। পৃষ্ঠা-৫৮০, মাকতাবা আনসারিয়া হেরাত, আফগানিস্তান। রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৯

১৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৪, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১

নেই। মসজিদের নিকটবর্তী কোনো স্থানে পানির ব্যবস্থা নেই। তাহলে মু'তাকিফ নিজের ঘরে গিয়ে অযু করতে পারবে।[১৪]

৫. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতের জন্য অযু করতে যেতে পারবে। কেননা, কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতের জন্য কুরআন মাজীদকে ধরতে হবে। আর অযু ছাড়া কুরআন মাজীদ ধরা জায়েয নেই।

৬. কাযা নামায পড়বে, অযু নেই। অযু করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয।

৭. যিকির-আযকার, তাসবীহ পড়ার জন্য অযুখানায় গিয়ে অযু করা দুরস্ত নেই।

৮. তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করা হয় নাই। অযু নেই। অযুখানায় গিয়ে অযু করতে পারবে।

৯. অযু থাকার পরও অযুখানায় গিয়ে অযু করা দুরস্ত নেই। অযু করতে গেলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।

১০. ফরয নামায পড়ে ফেলেছে। এখনো সুন্নত ও নফল পড়া হয়নি অযু ভেঙ্গে গেছে। তাহলে অবশিষ্ট সুন্নত ও নফল পড়ার জন্য অযুখানায় গিয়ে অযু করা দুরস্ত আছে। এতে এতেকাফ ভাঙ্গবে না। বরং আপন অবস্থায়ই বহাল থাকবে।

১১. মসজিদে অযুর পানি শেষ হয়ে গেলে যেখান থেকে খুব দ্রুত পানি আনা যায়, সেখানে গিয়ে পানি আনতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে ঘরে যেতে হলেও যেতে পারবে। চাইলে বাড়িতেই অযু করে আসতে পারবে। অথবা পানি এনে মসজিদে এসে অযু করতে পারবে।[১৫]

১২. যেসব ক্ষেত্রে মু'তাকিফের জন্য অযুর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয, সেসব ক্ষেত্রে অযুর সাথে মিসওয়াক, মাজন পেস্ট দ্বারা দাঁত মাজা, সাবান লাগানো জায়েয। তোয়ালে, রুমাল, গামছা ইত্যাদি দিয়ে অযুর পানি মোছা জায়েয। কিন্তু অযু করার পর এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে অবস্থান করা জায়েয নেই।[১৬]

---

১৪. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১২

১৫. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৩, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৮-৪৪৯

১৬. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৪, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৫, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৩৮৩, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি। পৃষ্ঠা-৫৭৯, মাকতাবা আনসারিয়া হেরাত, আফগানিস্তান।

১৩. মসজিদের হাউয, নল বা ট্যাপ মসজিদের বাইরে হয়ে থাকে। মু'তাকিফের জন্য অযু ছাড়া, যেমন– হাত, পা ধোয়া, কুলি করা ইত্যাদির জন্য সেখানে যাওয়া দুরস্ত নেই। গেলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।[১৭]

১৪. কুরআন তেলাওয়াত করছিল, অযু ভেঙ্গে গেল, যেমন– বায়ু বের হয়ে গেল। আরো তেলাওয়াত করার ইচ্ছা আছে। অযু করার জন্য যেতে পারবে।[১৮]

❒ অযু থাকা সত্ত্বেও অযু করা

অযু থাকা সত্ত্বেও মসজিদ থেকে বেরিয়ে অযু করলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।[১৯]

মু'তাকিফ পেশাব-পায়খানার জন্য বের হলে, ফেরার পথে অযু করে আসা দুরস্ত আছে।[২০]

❒ অন্য মসজিদে জুমা আদায়ের পর অবস্থান করা

মু'তাকিফের মসজিদে জুমার নামায হয় না, এ জন্য মু'তাকিফ জামে মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে গিয়ে সেখানে যদি এক দিন-রাত বা তার কম-বেশি সময় অবস্থান করে অথবা অবশিষ্ট এতেকাফ সেখানে পুরা করতে থাকে, তবে তা জায়েয আছে। এতে এতেকাফ ভাঙ্গবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ। এ জন্য ফিরে আসাই উত্তম।[২১]

❒ অসুস্থ বা রোগীর এতেকাফ

অসুস্থ মু'তাকিফের জন্য ওষুধ আনার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। ওষুধ আনার জন্য যদি মসজিদের বাইরে যায়,

---

১৭. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২৮, মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা-১৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

১৮. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২৮, মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা-১৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

১৯. মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা-১৭৯, সূরা মুহাম্মদ-আয়াত : ৩৩, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৩৮৩-৩৮৪, নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি। পৃষ্ঠা-৫৭৯, মাকাতাবা আনসারিয়া হেরাত, আফগানিস্তান। আদ্ দুর মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

২০. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১২, আল মাবসূত-সারাখসী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩০

২১. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০২, আল জাওহারাতুন নাইয়ারা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬-১৭৭, আল মাবসূত-সারাখসী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২

এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে। ওষুধ আনাকে খানা আনার সাথে তুলনা করা যাবে না।[২২]

❒ অসুস্থ হয়ে পড়লে

১. এতেকাফ অবস্থায় যদি মু'তাকিফ অসুস্থ হয়ে পড়ে, ওষুধ এনে দেওয়ার কেউ না থাকে অথবা ডাক্তারের নিকট যাওয়া জরুরী, তাহলে ওষুধ আনা বা ডাক্তারের নিকট যাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে। আর এক দিন এক রাতের কাযা রোযাসহ আদায় করতে হবে। অবশ্য কঠিন অপারগতায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে না।[২৩]

২. মু'তাকিফ নিজেই যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মসজিদে অবস্থান করা মুশকিল হয়ে যায়, তাহলে মু'তাকিফ নিজ বাড়িতে যেতে পারবে। তার চলে যাওয়ায় এতেকাফ তো ভেঙ্গে যাবে, তবে গুনাহ হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে এক রাত এক দিনের কাযা রোযাসহ আদায় করতে হবে।[২৪]

আ

❒ আওয়াবীনের নামায

১. সাধারণত মাগরিবের নামাযের পর যে নফলগুলো পড়া হয় তাকেই আওয়াবীনের নামায বলা হয়। এই নামায সর্বনিম্ন ছয় রাকাত এবং সর্বোচ্চ বিশ রাকাত। আর উত্তম হলো মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা ছাড়া আরো ছয় রাকাত পড়ে নেওয়া। অবশ্য সময়ের সংকীর্ণতা থাকলে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদাসহ ছয় সংখ্যা পূরণের দ্বারাও ইনশাআল্লাহ উক্ত নামাযের ফযীলত অর্জিত হয়ে যাবে।[২৫]

---

২২. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২-৩০৩, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২

২৩. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২-৩০৩, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া :খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১২, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩৮, ১, পৃষ্ঠা-২৮৫, আদ্ দুর মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪

২. হাদীস শরীফে এ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায এমনভাবে পড়বে যে, যার মধ্যে সে কোনো মন্দ বাক্য উচ্চারণ করবে না। সে নামায তার জন্য বারো বছরের ইবাদতের সমান করে দেওয়া হবে।"[২৬]

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন।"[২৭]

উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আমাদেরও এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩. আওয়াবীনের নামায মুস্তাহাব।[২৮]

❒ আগুন নেভানোর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া

মু'তাকিফ (এতেকাফকারী) আগুন নেভানোর জন্য মসজিদ থেকে বের হলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।[২৯]

❒ আফসোস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে তাশরীফ নেওয়ার পর সর্বদা ধারাবাহিকভাবে পাবন্দীর সাথে রমযানুল মুবারকে এতেকাফ করতেন। ইন্তেকাল অবধি পাবন্দীর সাথেই করতে থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ একে জিন্দা রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম এর উপর আমল করতে থাকেন। কিন্তু বর্তমান উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এই সুন্নতকে ছেড়ে

---

২৬. জামে তিরমিযী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮, ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-৮১

২৭. জামে তিরমিযী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮, ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-৯৮

২৮. আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫০, কাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৫

২৯. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭, ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, তাবয়ীনুল হাকায়েক শারহে কানযুদ্দাকায়েক-যায়লায়ী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৩, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৩৮৩, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি। পৃষ্ঠা-৫৭৯, মাকতাবা আনসারিয়া হেরাত, আফগানিস্তান।

দিয়েছে এবং একে একটি সাধারণ বিষয় মনে করছে। বুড়ো, রিটায়ার্ড, অবসরপ্রাপ্ত এবং বেকার লোকদের কাজ মনে করছে।

শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব যুহরী রহ. অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করে বলেন যে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বর্জন করেননি, মানুষ আজ তা ছেড়ে দিচ্ছে। এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করছে না।[৩০]

❒ আরশের ছায়ায় থাকবে মু'তাকিফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে প্রচণ্ড গরম ও ভয়ংকর অবস্থায় সাত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যার অন্তর মসজিদে আবদ্ধ থাকে।[৩১]

অর্থাৎ, সে ঘরের কাজ কামে লেগে থাকে, অফিসে যায়, কল-কারখানায় যায় অথবা দুনিয়ার অন্যান্য কাজে লিপ্ত থাকে। তখন সে পেরেশান থাকে। কাজ থেকে অবসর হলেই সে মসজিদে চলে যায়, সেখানে গিয়ে সে প্রশান্তি লাভ করে। কিয়ামত দিবসে এমন লোকেরা আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। আর যে ব্যক্তি এতেকাফের নিয়তে মসজিদে বসে যাবে, সে তো আরো আগেই আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। এ জন্য এতেকাফে বসার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা চাই।

❒ আসর জমিয়ে গল্প করা

১. আসর জমিয়ে গল্প করার মধ্যে সাধারণত বেহুদা, অনর্থক কথাবার্তা ও গল্পগুজব হয়ে থাকে, এমনকি গীবত ও চোগলখুরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এটাই মাশগালা হয়ে যায়। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।[৩২]

২. কোনো-কোনো মু'তাকিফ বৈঠকি ও মজলিসি হয়ে থাকে। গালগল্প ও বেহুদা কথাবার্তায় মজলিস গরমে অভ্যস্ত। তারাবীহ থেকে অবসর হয়ে দোস্ত আহবাব, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্পের আসর বসায়। নিষ্প্রয়োজন ও অনর্থক কথাবার্তায় মজলিস সরগরম করে তোলে। বরং অনেক সময় তো গীবত আর শেকায়েতেই লিপ্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ হাসি মজাক আর

---

৩০. উমদাতুল কারী : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৪০

৩১. বুখারী শরীফ

৩২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩, সূরা আল ইসরা-আয়াত : ৫৩, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪

দুনিয়াবী খবরাখবর নিয়েই ব্যস্ত থেকে এই মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট করে দেয়। মু'তাকিফদের জন্য এ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী।[৩৩]

৩. বিনা প্রয়োজনে মু'তাকিফ বৈধ কথাবার্তা বলার জন্য আসর জমানো নাজায়েয। এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরী। এতে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং অন্যান্য ইবাদতকারীদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। এতে নিজের আমলনামার একাউন্টে সওয়াব তো জমা হয়ই না; বরং উল্টা গুনাহই জমা হতে থাকে। এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল নির্বুদ্ধিতা।

ই

❐ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে দিলে

১. মু'তাকিফ দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে দিলে, রোযা ফাসেদ হওয়ার সাথে সাথে এতেকাফও ফাসেদ হয়ে যাবে।

২. রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু পানাহার করলে যেহেতু রোযা ভাঙ্গে না, তাই এতেকাফও ভাঙ্গবে না।[৩৪]

❐ ইশরাকের নামায

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের শরীরে মধ্যে তিনশত ষাটটি জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে, মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য এক একটি সদকা করা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! এরূপ সদকা করার সামর্থ্য কার আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া সদকা সমতুল্য এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সদকা সমতুল্য। যদি তিনশত ষাটটি বরাবর সদকা করার কোনোটিরই সুযোগ না পাও, তবে ইশরাকের দু'রাকাত নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৩৫]

---

৩৩. সূরা আল ইসরা-আয়াত : ৫৩, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪, আদ্ দুর মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৯-৪৫০, হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী : পৃষ্ঠা-৩৮৪, নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি। পৃষ্ঠা-৫৮১, মাকতাবা আনসারিয়া হেরাত, আফগানিস্তান।

৩৪. আদ্ দুর মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫০, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৬

৩৫. মিশকাতুল মাসাবীহ : পৃষ্ঠা-১১৬

❒ ইদ্দত পালনের সময় এতেকাফ করা

ইদ্দত পালনের সময় এতেকাফ করা নিষিদ্ধ। চাই তালাকের ইদ্দত হোক বা স্বামীর ইন্তেকালের ইদ্দত হোক। উভয়ের মধ্যে এতেকাফ করা নিষিদ্ধ।

হযরত জাবের রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কি এতেকাফ করতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন– না। আর ওই মহিলাও এতেকাফ করতে পারবে না, যার স্বামীর এন্তেকাল হয়ে গেছে।[৩৬]

❒ ইস্তেসনা বা পৃথক করা বা বাদ দেওয়া

মানতের এতেকাফে মৌখিকভাবে কোনো কাজের জন্য ইস্তেসনা করার অনুমতি রয়েছে।[৩৭]

কিন্তু সুন্নত এতেকাফে মৌখিকভাবে কোনো কাজের জন্য ইস্তেসনা করা দুরস্ত নেই। আর সুন্নত এতেকাফকে মানতের এতেকাফের উপর কিয়াস বা তুলনা করা দুরস্ত নেই। কেননা, সুন্নত এতেকাফ শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দার পক্ষ থেকে নয়। আর মানতের এতেকাফ বান্দার পক্ষ থেকে ওয়াজিব করার কারণে ওয়াজিব হয়। এ জন্য বান্দার পক্ষ থেকে ওয়াজিব করার সময়, এতেকাফের ধরণ ও ইস্তেসনা বা পৃথককরণ সম্পর্কে তার এখতিয়ার আছে। আর যে এতেকাফ সুন্নত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাতে হাদীসের উপরই আমল করা হবে। তাতে কোনো প্রকার ইস্তেসনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

সুতরাং সুন্নত এতেকাফ হাদীস ও সুন্নত মুতাবিকই আদায় করতে হবে। তাতে একেবারেই ইস্তেসনা করা যাবে না। নতুবা সুন্নত এতেকাফ নফল এতেকাফে পরিণত হয়ে যাবে।[৩৮]

❒ ইহুদির এতেকাফ

এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। এ জন্য ইহুদির এতেকাফ দুরস্ত নেই।[৩৯]

---

৩৬. মুনানে কুবরা-বায়হাকী : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৩

৩৭. আদ্ দুর মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১২

৩৮. ফাতাওয়া আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩

৩৯. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১১, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৮, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৯

ঈ

❐ ঈদগাহে এতেকাফ করা

ঈদগাহে যেখানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায আদায় করা হয়, সেখানে এতেকাফ করা দুরস্ত নয়।[৪০]

উ

❐ উম্মুল মুমিনীনগণের এতেকাফের প্রতি আগ্রহ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে এতেকাফ করতেন। ফজরের নামাযের পর এতেকাফের জায়গায় চলে যেতেন। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. এতেকাফ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি পেয়ে গেলেন। তাঁর জন্য মসজিদে একটি তাঁবু বানানো হলো। হযরত হাফসা রাযি. শুনে তিনিও এতেকাফ করার আগ্রহে মসজিদে একটি তাঁবু বানালেন। হযরত যয়নব রাযি. শুনে তিনি এতেকাফ করার আগ্রহে মসজিদে একটি তাঁবু বানালেন।[৪১]

এ

❐ এক দিনের এতেকাফের ফযীলত

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. মসজিদে নববীতে এতেকাফে ছিলেন। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে সালাম করে চুপচাপ নীরবে বসে গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাকে বললেন, ভাই! আপনাকে তো চিন্তিত-বিষণ্ণ ও পেরেশান হাল মনে হচ্ছে। কারণ কী বলবেন? জবাবে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ছেলে, নিশ্চয় আমি পেরেশান হাল, বেদনাক্লিষ্ট ও দুঃখ জর্জরিত! অমুকের প্রাপ্য রয়েছে আমার উপর। এরপর রওযা পাকের দিকে ইশারা করে বলল, এই কবরওয়ালার ইজ্জতের কসম! আমি তার প্রাপ্য আদায়ে একেবারেই

---

৪০. তাহতাবী আলা দুররিল মুখতার : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭২-৪৭৩, আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক শারহে কানযুদ্দাকায়েক-যায়লায়ী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৯

৪১. বুখারী শরীফ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৩, মুসলিম শরীফ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭১, আবূ দাউদ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪১